

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

224885 - ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা ও পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা এ দুটোর মাঝে কোন  
স্ববরিোধতি নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ তার কতিবাবে বলছেন যে, তিনি আমাদেরকে নছিক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আমরা  
কুরআনের অন্য কছি স্থানে পাই যে, তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করছেন। এটি কি স্ববরিোধতি নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা আর পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি এ দুটোর মাঝে কোন স্ববরিোধতি নহে; কারণ ইবাদতটাই  
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটা পরীক্ষা। এর মাধ্যমে জানা যায়— কে ঈমানদার, আর কে কাফরে; কে আবধ্য,  
আর কে বাধ্য। এরপর তিনি নিকেকারকে তার নকে অনুযায়ী প্রতদিন দবিনে এবং পাপীকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দবিনে।

পরীক্ষা: বালা-মুসবিতরে মাধ্যমে পরীক্ষার হকেমত হচ্ছে বালা-মুসবিতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সটো যাচাই করা:  
বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নয়োমত দয়োর মাধ্যমে পরীক্ষা করার হকেমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা  
ফুটয়ি তোলো; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়?!

প্রশ্নকারী ভাই এ দুটো বিষয়রে মাঝে স্ববরিোধতি রয়েছে মরমে দ্বিধাদন্দবে পড়ার কারণ বোধ হয় তিনি ধারণা করছেন  
যে, ابتلاء (পরীক্ষা) শুধুমাত্র বপিদ-মুসবিতরে মাধ্যমে হয়ে থাকে; এতে যে ব্যক্তি ধরৈ ধরে সে সওয়াব পায়, আর যে  
ব্যক্তি অধরৈ হয়ে যায় ও অকৃতজ্ঞ হয় সে গুনাহ কামাই করে ও শাস্তি পায় □ এটি ابتلاء (পরীক্ষা) অর্থ সম্পর্কে  
খণ্ডতি দৃষ্টিভিগি। সঠিকি দৃষ্টিভিগি হচ্ছে এখানে ابتلاء দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اختبار (পরীক্ষা)। এটি বালা-মুসবিত এর  
চয়ে ব্যাপক। বনী আদমরে সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনরে খুঁটনিটি সবকছি পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার  
জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার  
রযিকি পরীক্ষা। তাকে ঘরিয়ে যা কছি আছে সবকছি তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকছি আল্লাহর পক্ষ থেকে  
বান্দার জন্য তার চলার পথ নরিবাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বাধ্য হয়ে চলবে; নাকশিয়তানরে বাধ্য হয়ে চলবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যনি সৃষ্টি করছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্বমশীল।” [সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আর্শ ছিল পানরি উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।” [সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাভরতনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদে করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহতি করবেন।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যককে উপর মর্যাদায় উন্নীত করছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্বমশীল, দয়াময়।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পছন্দে উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘পরীক্ষা’। এ পরীক্ষা মধ্য রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে – সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে – সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্বতগ্রিস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নতি পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দগৌ করা; যে বন্দগৌর মধ্যে নহিত রয়েছে রবের ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়। [‘রওয়াতুল মুহবিবীন’ পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত]

আললামা মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বতি (রহঃ) সূরা যারিয়াত এর ৫৬ নং আয়াত “আমি মানুষ ও জ্বনি জাতকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করছি” এর তাফসরি করতে গিয়ে বলেন: এ আয়াতে কারীমার গবষণালব্ধ অর্থ হচ্ছে -ইনশাআল্লাহ্-: ‘শুধু আমার ইবাদতের জন্য’ অর্থাৎ তাদেরকে শুধু আমার ইবাদত করার নরিদশে দয়োর জন্য এবং

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর কর্ম অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিদিন দাবি: ভাল আমল করলে ভাল; খারাপ আমল করলে খারাপ।

আমরা গবেষণালব্ধ এজন্য বললাম যেহেতু আল্লাহর কতিবের অনেকে মুহকাম আয়াত এ অর্থটি নির্দেশে করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবের অনেকে স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করছেন যাত করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কর্মে উত্তম এবং তিনি তাদেরকে সৃজন করছেন যাত করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদিন দিতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফের প্রথমদিকে বলেন:

“নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সগেলোককে তার শোভা করছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭]

এ আয়াতগুলোতে পরস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে এ পরীক্ষা করা যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। এটি আল্লাহর ‘আমার ইবাদতের জন্য...’ আয়াতকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কুরআন দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

এ কথা সুবদিতি যে, আমলের ফলাফল পরিপূর্ণ হবে না নেককারের নেকের প্রতিফল ও পাপীর পাপের প্রতিদিন দেয়া ব্যতিরেকে। তাই, আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করার গুঢ় রহস্য উল্লেখ করছেন। এরপর তাদেরকে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করছেন: আর পুনরুত্থান হচ্ছে ভালো লোকেরে ভাল কাজেরে ও মন্দ লোকেরে মন্দ কাজেরে প্রতিদিন দেয়া। সূরা ইউনুসের সূচনাতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সটোর পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন যারা ঈমান এনছে এবং সৎকাজ করছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা কুফরী করছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যাধিক গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা কুফরী করত।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৪] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যাত তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে।” [সূরা নাজম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তাআলা মানুষেরে এমন ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, তাকে অহতুক ছড়ে দেয়া হয়েছে; তাকে কোন আদেশে বা নিষেধে করা হয়নি। তিনি আরও বর্ণনা করছেন যে, তিনি ধাপে ধাপে স্থানান্তরিত করে তাকে অস্তিত্বে এনছেন; যাত

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করতে পারেনে অর্থাৎ তার কর্মের প্রতিদান দিতে পারেনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমন ছিড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যেরে স্থলতি শূকুবন্দি ছলি না? তারপর সে ‘আলাকায়’ পরণিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করনে এবং সূঠাম করনে। অতঃপর তনিতি থকে সৃষ্টি করনে যুগল নর ও নারী। তবুও কিসে স্রষ্টি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?” [

[আয-ওয়াউল বায়ান ফি ইযাহলি কুরআনি বলি কুরআন (৭/৪৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জাননে।